গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mor.gov.bd

বিষয়ঃ অংশীজনের অংশগ্রহণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ১ম সভা'র কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১৫ অক্টোবর ২০১৯
সময়	:	সকাল ১০:০০ টা।
স্থান	:	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং ৯৩০), রেলভবন, ঢাকা।
উপস্থিত কর্মকর্তা ও অংশীজন	:	পরিশিষ্ট "ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি সভার শুরুতে সভায় উপস্থিত সকলকে নিজ নিজ পরিচয় দেয়ার জন্য আহবান জানান। পরিচিতি পর্বের পর সভাপতি সভার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর কর্মকর্তাবৃন্দ, রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট ফ্যানক্লাবের সদস্য এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত এ স্টেকহোল্ডার সভায় সাধারণত: সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন পরিচালনায় বিদ্যমান সমস্যা এবং সমাধানে সম্ভাব্য করণীয়সহ সার্বিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তিনি গত অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ৬টি সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। সভাপতির আহবানে উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় 'অংশীজনের অংশগ্রহণে' অনুষ্ঠিত বিগত সভাসমূহে গৃহিত ৬৫টি সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপর সভাপতি রেলওয়েকে একটি উন্নত যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত কর্মকর্তা ও অংশীজনের প্রতি আহ্বান জানান। উন্মুক্ত আলোচনাপর্বে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপন করেন।

২। সভায় নিম্নোক্তভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

ক্র.নং.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
২.১	জনাব মো: মাহবুবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং সদস্য, রেলওয়ে ফ্যান ক্লাব বলেন যে, রেল লাইনে ব্যবহৃত পাথরগুলি রেল লাইনে ব্যবহারের পূর্বে বুয়েট কর্তৃক মান পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে রেল লাইনে ব্যবহৃত পাথর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে বুয়েট-এর ল্যাবে পরীক্ষার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আন্ত:নগর ট্রেনে স্ট্যান্ডিং টিকেট ইস্যু করার ফলে সিটে বসা যাত্রীদের অসুরিধার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, স্ট্যান্ডিং টিকেট থাকার কারণে টিকেট বিহীন যাত্রী ট্রেনে ওঠার সুযোগ পেয়ে থাকে। তাই স্ট্যান্ডিং টিকেট ইস্যু বন্ধ করার বিষয়টি পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আহবান জানান। এছাড়া, বিএসটিআই, ভোক্তা অধিকার, বিমান বন্দর, র‍্যাব ইত্যাদি সংস্থায় নিয়োজিত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ন্যায় ট্রেনের বিনা টিকিটের যাত্রীদের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেলের দু'অঞ্চলে কমপক্ষে দু'জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের উদ্যোগ নেয়ার জন্য অনুরোধ করনে। তিনি ট্রেনের সিডিউল বিপর্যয় রোধে বন্ধ স্টেশন চালুর জন্য বিভিন্ন স্টেশনে কর্মরত জনবলের সংখ্যা যাচাইঅন্তে কর্মচারি পুন:বিন্যাশ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি চট্টগ্রাম থেকে বিকাল ৫:০০ টায় ছেড়ে আসা সোনার বাংলা ট্রেনের সময় বিকাল ৪:৩০ টায় নির্ধারণের অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে, সিলেট থেকে বিকাল ৩:০০ টায় ছেড়ে আসা পারাবত ট্রেনের কারণে সোনার বাংলা ট্রেনটি পথিমধ্যে ২৫-৩০ মিনিট অনাকাঙ্খিতভাবে অপেক্ষমান থাকে। এছাড়া টিকেটের কালোবাজারী রোধের নিমিত্ত টিকেটে উল্লিখিত NID'র সঠিকতা যাচাই-এর জন্য যাত্রীদের সাথে NID থাকা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে এবং	(ক) মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে রেল লাইনে ব্যবহৃত পাথর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে বুয়েট-এর ল্যাবে পরীক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে; (খ) বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণকারী যাত্রীদের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য রেলের দু'অঞ্চলে কমপক্ষে দু'জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ জানাতে হবে; (গ) চট্টগ্রাম থেকে বিকাল ৫:০০ টায় ছেড়ে আসা সোনার বাংলা ট্রেনের সময় বিকাল ৪:৩০ টায় নির্ধারণ করার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে; (ঘ) টিকেটের কালোবাজারী রোধে টিকেটে উল্লিখিত NID'র সঠিকতা যাচাই-এর জন্য যাত্রীদের সাথে NID থাকা বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নিতে হবে;	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে; এবং ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র.নং.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	ট্রেনে টিকেট পরীক্ষাকালে তা যাচাই করা যেতে পারে। তাহলে একজনের টিকেট নিয়ে অন্যজন ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারবে না। সভাপতি কোন স্টেশনে কতজন কর্মচারি নিয়োজিত রয়েছে তার তালিকা প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি ঢাকা-চট্টগ্রাম চলাচলকারী যেকোন ১টি আন্ত:নগর ট্রেনের (যেমন ৭০৩/৭০৪) স্ট্যান্ডিং যাত্রীদের সংখ্যা ও আয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, পরীক্ষামূলকভাবে শুধুমাত্র ১টি কোচে স্ট্যান্ডিং যাত্রী ওঠার ব্যবস্থা রাখা যায় কি-না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকতাদের প্রতি আহবান জানান।	(ঙ) কোন স্টেশনে কতজন কর্মচারি নিয়োজিত রয়েছে তার তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (চ) ঢাকা-চট্টগ্রাম চলাচলকারী যেকোন ১টি আন্ত:নগর ট্রেনের (যেমন ৭০৩/৭০৪) স্ট্যান্ডিং যাত্রীদের সংখ্যা ও আয় সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে; এবং (ছ) পরীক্ষামূলকভাবে শুধুমাত্র ১টি কোচে স্ট্যান্ডিং যাত্রী ওঠার জন্য নির্দিষ্ট রাখা যায় কি-না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।	
২.২	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ (ডব্লিউবিবি), ট্রাস্ট প্রজেক্ট ও সদস্য, রেলওয়ে ফ্যান ক্লাব সভায় বলেন যে, তিনি গত ২ মাসে ৮টি রুটের ট্রেন চলাচল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি বলেন যে, খারাব গাড়ীর লোকজন ট্রেনের গেটের কাছে দাড়িয়ে থাকে, ফলে ট্রেনে যাত্রী ওঠায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। এছাড়া, ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রুটের ট্রেনটি সরকারি ব্যবস্থাপনায় আনা হলেও এটেনডেন্ট কিংবা টিটিই নিয়োগ দেয়া হয়নি। তিনি ট্রেনের যাত্রী প্রতি/টিকেট প্রতি কত টাকা সরকার থেকে ভর্তুকি দেয়া হয় সে সম্পর্কে তথ্য প্রচারের উদ্যোগ নেয়ার জন্য অনরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, চট্টগ্রাম স্টেশনের ওয়েটিং রুমের টয়লেটটি বন্ধ রয়েছে; কমলাপুর স্টেশনের প্রবেশ পথটি সরু করা হয়েছে এবং অনুসন্ধান কেন্দ্রে সহজে লোকজন যেতে পারেন না। তিনি পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য হ্যান্ড গ্লোভস সরবরাহের অনুরোধ জানান। তিনি ভিআইপি অপেক্ষা কক্ষে খারার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্য আহবান জানান।	(ক) ট্রেনের খাবার গাড়ীতে নিয়োজিত কর্মীদের কার্যক্রম তদারকি করতে হবে; (খ) ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রুটের সরকারি ব্যবস্থাপনায় আনা ট্রেনটিতে এটেনডেন্ট ও টিটিই নিয়োগ দিতে হবে; (গ) ট্রেনের যাত্রীপ্রতি/টিকেট প্রতি কত টাকা সরকার থেকে ভর্তুকি দেয়া হয় সে সম্পর্কে তথ্য প্রচারের উদ্যোগ নিতে হবে; (ঘ) চট্টগ্রাম স্টেশনের ওয়েটিং রুমের বন্ধ টয়লেটটি চালু করতে হবে ও ভিআইপি অপেক্ষা কক্ষে খারাব পানির ব্যবস্থা করতে হবে; এবং (ঙ) পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য হ্যান্ড গ্লোভস সরবরাহের উদ্যোগ নিতে হবে।	১। মহাপরিচালক, মবাংলাদেশ রেলওয়ে; এবং ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২.৩	জনাব সাজিয়া বিনতে সালেহ, জনসংযোগ কর্মকর্তা, জন হপকিন্স সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ জানান যে, চট্টগ্রাম স্টেশনে ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার করা হয়েছে। তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে এবং প্রতিটি ট্রেনে মা ও শিশুদের জন্য একটি করে ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার তৈরির জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন যে, ট্রেনে সরবরাহকৃত খাবারের মেন্যু দীর্ঘদিন ধরে একই রয়েছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে তিনি যুগোপযোগি খারার সরবরাহের বিষয় উল্লেখ করে খাবারের মেন্যুতে কেক সংযোজনের জন্য অনুরোদ জানান। এছাড়া, রাজশাহী-চিলাহাটি রুটে চলাচলকারী ট্রেনে কমপক্ষে ১টি এসি কোচ সংযোজনের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি শিশুদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার তৈরির উদ্যোগ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দেন।	(ক) গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে একটি করে ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে; (খ) ট্রেনের খাবারের মেন্যু যুগোপযোগি করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দিতে হবে; এবং (গ) রাজশাহী-চিলাহাটি রুটে চলাচলকারী ট্রেনে যাত্রীদের সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে কমপক্ষে ১টি এসি কোচ সংযোজনের উদ্যোগ নিতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২.৪	জনাব রাসেল সুমন, প্রভাষক, সরকারি আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ও সদস্য, রেলওয়ে ফ্যান ক্লাব বলেন যে, অনলাইনে টিকেট কেটে আবার কাউন্টার থেকে প্রিন্ট কপি নেয়ার জন্য	(ক) অনলাইনে টিকেট কেটে সংশ্লিষ্ট যাত্রী নিজে ভ্রমণ করলে কাউন্টার থেকে পুনরায় প্রিন্ট	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;

ক্র.নং.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	নির্দেশনা দেয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যিনি নিজে ভ্রমণ করবেন তার জন্য কাউন্টার থেকে টিকেট প্রিন্ট করার প্রয়োজন নেই মর্মে ব্যবস্থা চালু করলে কাউন্টারের ওপর চাপ কমবে। এছাড়া, টিকেট কাটার ৭২ ঘন্টা আগে ফেরৎ দিলে কোন টাকা ফেরৎ পাওয়া যায় না, ৯৬ ঘন্টা আগে টিকেট ফেরৎ দিলে টিকিটের মূল্যের মাত্র ৫০% টাকা ফেরৎ দেয়া হয়। এ বিষয়টি পুন:পরীক্ষা করা যেতে পারে। এছাড়া, ভারতের ন্যায় 'waiting ticket' ব্যবস্থা প্রচলন করা যেতে পারে। এতে কোন যাত্রী টিকেট বাতিল করলে ওয়েটিং থেকে আপগ্রেড হয়ে সিট পেতে পারে।	কপি নেয়ার ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে; (খ) বিক্রিত টিকে ফেরৎ প্রদানকালে টিকিটের মূল্য ফেরতের ব্যবস্থাটি পুন:পরীক্ষা করতে হবে; এবং (গ) ভারতের ন্যায় 'waiting ticket' ব্যবস্থা প্রচলন করার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।	২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২.৫	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জি এম কামরুল ইসলাম, এসপিপি (অব:), সভাপতি, যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ সভায় বলেন যে, তিনি প্রথম বারের মত এ সভায় যোগদান করার সুযোগ পেয়েছেন। এ জন্য তিনি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, ট্রেনে বিনা টিকিটে যাত্রী ওঠা রোধে টিকেট চেকিং ব্যবস্থায় পরিবর্তন করে automation পদ্ধতি চালু করতে হবে যাতে বিনা টিকেটে কেউ প্লাটফরমে প্রবেশ করতে না পারে। তিনি ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে এবং ট্রেন ও স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা জোরদারকরণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল ও কলেজের ছেলে-মেয়েদের মাঝে সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক প্রোগ্রাম আয়োজন করা যেতে পারে। সেজন্য স্কাউটস, ছাত্র-ছাত্রী এবং সমাজের অন্যান্যদের নিয়ে একটি volunteer service চালু করা যেতে পারে।	(ক) বিনা টিকেটে যাতে কেউ প্লাট ফরমে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য automation পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ নিতে হবে; (খ) ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে এবং ট্রেন ও স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃস্টির জন্য স্কাউটস, ছাত্র-ছাত্রী এবং সমাজের অন্যান্যদের নিয়ে একটি volunteer service চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। সভাপতি, যাত্রী কল্যাণ পরিষদ।
২.৬	জনাব এম, এম তারিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সভায় বলেন যে, নৌ-পরিবহনের সাথে রেলের সমন্বয় আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বিশেষ করে কমলাপুর থেকে সদর ঘাট পর্যন্ত রেল সংযোগ স্থাপন করলে নৌ-পথে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যাতায়াতকারী যাত্রীরা অনেক বেশী উপকৃত হবেন। তিনি সদর ঘাট পর্যন্ত ৪-৫ কি:মি: রেললাইন তৈরি কিংবা পাতাল রেল তৈরি করে সদরঘাটের সাথে সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি এসি কোচের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ট্রেন ও স্টেশনে ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা চালুর জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া, স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তিনি ট্রেনে মালামাল পরিবহনের খরচ অপেক্ষাকৃত কম মর্মে উল্লেখ করে বলেন যে, বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে ভারত হতে আমদানীকৃত মালামাল মালবাহী ট্রেনে করে পরিবহনের ব্যবস্থা চালুর জন্য অনুরোধ করেন। রেল লাইনের দু'পাশে বিদ্যমান বস্তি উচ্ছেদ করে সৌন্দর্যবর্ধনকারি বৃক্ষ রোপনের ওপর গৃরুত্বারোপ করেন। সভাপতি বলেন যে, সদর ঘাটের সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপনের প্রস্তাবটি অত্যন্ত সময়োপযোগি। তিনি এ ব্যাপারে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেন এবং নির্মাণাধীন মেট্রোরেলের একটি লাইন মতিঝিল থেকে সদর ঘাট পর্যন্ত বৃদ্ধির নিমিত্ত মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানোর জন্য নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	(ক) সদর ঘাটের সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং নির্মাণাধীন মেট্রোরেলের একটি লাইন মতিঝিল থেকে সদর ঘাট পর্যন্ত বৃদ্ধির নিমিত্ত মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাতে হবে; (খ) ট্রেন ও স্টেশনে ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা চালুর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; (গ) স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে; (ঘ) বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে ভারত হতে আমদানীকৃত মালামাল মালবাহী ট্রেনে করে পরিবহনের ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিতে হবে; এবং (ঙ) রেল লাইনের দু'পাশে বিদ্যমান বস্তি উচ্ছেদ করে সৌন্দর্যবর্ধনকারী বৃক্ষ রোপনের উদ্যোগ নিতে হবে।	১। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়; ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩। পরিশেষে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও রেলপথ মন্ত্রণালয়কে সবধরণের সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

নং-৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৩৩.১৮- ৬০০

তারিখঃ ২৪ কার্তিক ১৪২৬ / ৩০ অক্টোবর ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

১। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৫। জনাব মোঃ মাহবুব কবীর, সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৬। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৭। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/এমএন্ডসিপি/অপারেশন/আই), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৮। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৯। প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।
১০। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (ডিআরএম); ঢাকা/পাকশী/লালমনিরহাট/চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১১। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১২। চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন, ৭০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
১৩। চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলন, বাড়ী ৫৮/১, ১ম লেন, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫।
১৪। সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, ৯/১২ ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
১৫। জনাব.....।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):

১। সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব